সংবাদ

তারিখ ... 19 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

স্কুল-কলেজে ভর্তি বাণিজ্য

রাজধানীসহ সারাদেশেই ভর্তি বাণিজ্য বেশ জমজমাট বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। রাজধানীর নামিদামি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবৈধ ভর্তি বাণিজ্যের চাপে পড়ে কর্মকর্তারা মহাবিপদে পড়েছেন। আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের মতে, প্রথম শ্রেণী ও স্নাতক সম্মান স্তরে ভর্তি নিয়ে চলছে বেপরোয়া তদবির, সুপারিশ ও দুর্নীতি। বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সার হাত বদল হচ্ছে। এ কাজটায় সবচেয়ে বেশি তৎপর ক্ষমতাসীন জোটের কয়েকজন সংসদ সদস্য বলে অভিযোগ দৈনিকটির। আওয়ামী লীগের 'সহযোগী সংগঠন' ছাত্রলীগের নেতা-নেত্রীদের চাপের মুখে একটি স্কুলের অধ্যক্ষকে ছুটি দেয়া হয়েছে। খবরে প্রকাশ রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজে এবার ছাত্রলীগ নেত্রীর ভর্তি বাণিজ্য শুরু হয়েছে। চাপের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাণিজ্যের বৈধতাও দিয়েছে। গত শনিবার ছাত্রলীগ নেত্রীরা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে অবরুদ্ধ করলে রোববার কর্তৃপক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্রী ভর্তি করাতে রাজি হয়। তবে ভর্তি বাণিজ্যের বিরোধিতা করায় কলেজের উপাধ্যক্ষকে ওএসডি এবং ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে বদলি করা হয়েছে। এদিকে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের গদি নাকি নড়বড়ে হয়ে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভর্তি জটিলতার কারণে রাজধানীর আরেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠানো হলেও তিনি আদালতের রায় পেয়ে এবং অনেকটা আপস করে কর্মস্থলে ফিরেছেন।

রাজধানীর মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা বিচিত্র। প্রথম শ্রেণীতে ১ হাজার ৪০ জনের আসনের বিপরীতে মেধা তালিকা টাঙানো হয় ৭৭০ জনের। বাকি ২৭০ জন সুপারিশ বা তদবিরে ভর্তির জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাজধানীর আওয়ামী লীগের এক সংসদ সদস্য প্রথম দফায় ৪০৮ জনের তালিকা পাঠান। ৪০৮ জনকেই নাকি ভর্তি করাতে হবে। এটা নাকি সেই সংসদ সদস্যের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। একটি স্কুলে নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করানো কি করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হতে পারে তা আওয়ামী লীগের বলতে পারবেন। এরপর আসে আওয়ামী লীগের এক সংসদ সদস্যের ১৩৭ জনের তালিকা। আরও এক সদস্যের ২৭ জনের তালিকা। তদবিরের তালিকা এখানেই শেষ নয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির ৫২ জনের তালিকা। ভাইস চেয়ারম্যানের ৪২ জন। এভাবে কমিটির সব সদস্য মিলে মোট ২৫২ জনকে তদবিরের মাধ্যমে ভর্তি করানো হয়। ১ হাজার ৪০ জনের জায়গায় ১ হাজার ৬৯৮ জনের ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়। তারপর নাকি এক সংসদ সদস্য দ্বিতীয় দফায় ৭৭ জনের একটি তালিকা পাঠিয়েছেন। এসব ভর্তি বাণিজ্যে অর্থের আদান-প্রদান হয়েছে কি-না সে প্রশ্ন তুললে সংসদ সদস্যদের 'প্রিভিলেজ' অবমাননার শামিল হতে পারে বলে আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম। তবে রাজধানীতে ভর্তি বাণিজ্যের বিষয়টি 'ওপেন সিক্রেট' এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজের কমিটির মেম্বার, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হওয়ার জন্য যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় তার একটা কারণ হলো ভর্তি প্রভাবিত করা।

বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মহাজোট সরকার মেধাভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান। কিন্তু গোড়ায় গলদ রেখে কি করে মেধার বিকাশ সম্ভব তা সরকারের রাজনৈতিক বলতে পারবেন। এবার যারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে, তারাই হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের চালিকা শক্তি। তাদের ভর্তি করা হচ্ছে তদবির ও ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাজধানীর এক সংসদ সদস্য দিয়েছিলেন কি-না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে সরকারের কর্মকর্তারাও ভর্তি বাণিজ্যের ব্যাপারে সংসদ সদস্য ও ছাত্রলীগের নেতা-নেত্রীর সঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন। সারাদেশে এ অবস্থা চলতে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে মেধার দাম দেয় না এবং মেধা চর্চা উৎসাহিত করে না তার উদাহরণগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভর্তি বাণিজ্যের মধ্যে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা কি এ ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করতে সচেষ্ট হবেন, না যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে থাকবে দিন বদলের সরকার।